ছবি ঃ ইবনে সিনা হাসপাতাল সিলেট লিঃ-এর উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজানে ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন এন্ড্রোক্রাইনোলজিষ্ট ডাঃ মোঃ শাহ্ এমরান

ইবনে সিনা হাসপাতালে পবিত্র মাহে রমজানে ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার

ডায়াবেটিস রোগীরা রক্তের সুগার পরীক্ষা করলেও রোজার কোন ক্ষতি হবে না।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়াবেটিস রোগীরা প্রয়োজনে রক্তের সুগার পরীক্ষা করতে পারবে এতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না। গত ১৯/০৫/২০১৭ইং তারিখ শুক্রবার ইবনে সিনা হাসপাতাল সিলেট লিঃ-এর উদ্যোগে হাসপাতালের ৩য় তলায় পবিত্র মাহে রমজানে ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনারে সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহ্ এমরান উপরোক্ত কথা গুলো বলেন। তিনি বাংলাদেশ, মিশর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলেমদের স্বাক্ষর সম্বলিত তথ্যসমূহ প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থিত প্রায় দুইশত রোগীদের মাঝে উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন- রমজান মাসে একজন রোজাদারকে ১৪/১৫ ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয় এতে একজন ডায়াবেটিস রোগীর খাবার, ব্যায়াম ও ঔষধের ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন গুলোর সাথে রোগী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ জন্য রোজার বেশ কিছু দিন পূর্বে থেকেই রোগীকে প্রস্তুতি নিতে হবে। সারাদিন রোজা থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের যে পানি শূন্যতা তৈরী হয় তা দূর করার জন্য ইফতার ও সেহরীতে প্রচুর পানি ও পানি জাতীয় খাদ্য বেছে নিতে হবে এবং তৈলাক্ত ও মিষ্টি জাতীয় খাবার গুলো তুলনামূলক কম খেতে হবে।

সেমিনারে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক ও ইবনে সিনা হাসপাতাল সিলেট লিঃ-এর কনসালটেন্ট ডাঃ ইকবাল আহমদ চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন- রমজান কৃচ্ছতা সাধন ও সংযমের মাস। এক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীগণ খাবার গ্রহনে সংযমী হলে হাইপারটেনশন ও স্ট্রোকসহ যাবতীয় রোগ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। এ সকল রোগীগণ ডাক্তারের পরিকল্পনা অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহন করলে একজন সুস্থ্য মানুষের মতই রোজা রাখতে পারবে। তিনি ধুমপান বিষয়ে বলেন বিশ্বব্যাপী এখন ধুমপানের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার। সাদা পাতা, জর্দা ও তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। আর এ জন্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ ধুমপান না করার পরামর্শ দিয়েছেন। অতএব ধুমপান ত্যাগ করার জন্য রমজান মাসই উত্তম সময়।

হাসপাতালের ম্যানেজার (মার্কেটিং) মোহাম্মদ ওবায়দুল হক এর উপস্থাপনায় এবং হাফেজ আব্দুল্লাহ আল মামুনের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতির বক্তব্যে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন- মাহে রমজান তাকওয়া অর্জনের জন্য এসেছে। এ মাসেই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত রয়েছে যা হাজার হাজার মাস থেকে উত্তম। অতএব সকল উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি বড় নেয়ামত। আমরা এই রমজানের পুরোপুরি হক আদায় করে সিয়াম আদায় করলে ডায়াবেটিস রোগীরাসহ সকল মুসলিম জাতি কল্যাণ লাভ করতে পারবে। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডি.এম.এস ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ আদিল, আইসিইউ কনসালটেন্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ মাসউদ গণি, ম্যানেজার (এডমিন) মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।